**মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি এর সাথে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর পরিচালনা পর্ষদের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠানে ডিসিসিআই সভাপতি জনাব জনাব হোসেন খালেদ এর বক্তব্য।**

**তারিখ ঃ ২৫ই মে, ২০১৫ ইং**
**সময় ঃ দুপুর ০১:৩০ ঘটিকা**
**স্থান ঃ অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,**
**ঢাকা, বাংলাদেশ।**

---

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম,**

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থমন্ত্রী, জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত, এমপি;
- উপস্থিত অর্থ মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ;
- উপস্থিত ঢাকা চেম্বারের পরিচালনা পর্ষদের সদস্যবৃন্দ ও চেম্বারের সেক্রেটারী জেনারেল,
- সাংবাদিক বন্ধুগণ;

**আসসালামু আলাইকুম,**

**মাননীয় মন্ত্রী,**

প্রথমেই আপনার শত কর্মব্যস্ততার মাঝেও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর পরিচালনা পর্ষদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় প্রদানের জন্য ঢাকা চেম্বারের পক্ষ হতে আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আপনার গতিশীল নেতৃত্বে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এ যাবৎকালের মধ্যে আশানুরুপ ও সন্তোষজনক অবস্থানে পৌছেছে, রেমিটেন্সের প্রবাহও উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে এবং জিডিপি প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। আপনি, দেশের ৪৫তম বাজেট, আপনার নবম এবং আওয়ামী লীগ সরকারের অর্থমন্ত্রী হিসেবে সপ্তম বারের মত জাতীয় বাজেট ঘোষণা আগামী ৪ই জুন ২০১৫ করতে যাচ্ছেন, এ জন্য আপনাকে চেম্বারের পক্ষ হতে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আমরা আশা করি প্রস্তাবিত ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট বর্তমান সরকার সফলতার সাথে অর্জন করতে পারবে। সরকারের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের নীতিমালার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে **বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিত্বকারী অন্যতম বাণিজ্য সংগঠন ঢাকা চেম্বারের** পক্ষ থেকে আপনাকে সব ধরনের সহায়তার ব্যাপারে আমরা আপনাকে আশ্বস্ত করতে চাই।

**মাননীয় মন্ত্রী,**

বাংলাদেশ প্রায় গত দশ বছর ধরে একটি স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে গত পাঁচ বছরে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যেও বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধির হার ছিল ক্রমবর্ধমান। **কিন্তু শীঘ্রই দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগের সার্বিক অবস্থার পরিবর্তন না ঘটলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হতে পারে।**

বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহের ধীর গতি, অস্থিতিশীল রাজনৈতিক অবস্থা, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সংকট, আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, অবকাঠামোগত সমস্যা, উচ্চ সুদের হার সহ ইত্যাদি কারণে গত কয়েক বছরে বিনিয়োগকারীরা বিনিয়োগে উৎসাহিত হতে পারেনি। **২০২১ সালে মোট জিডিপির ৩৮ শতাংশ বিনিয়োগ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে। এছাড়া ২০১০ সালে ঢাকা চেম্বার কর্তৃক**

**"Bangladesh 2030 : Strategy for Growth" এ দেখানো হয় যে, ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে ৩০তম অর্থনীতির দেশ হতে হলে মোট জিডিপির ৪০ শতাংশ বিনিয়োগ দরকার।** বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য আমরা মনে করি, বিদেশী উদ্যোক্তাদের শুধু মুনাফা ফেরত নেয়ার সুযোগ দিলেই তারা বিনিয়োগে উৎসাহী হবেন না; বরং বিনিয়োগের জন্য গ্যাস, বিদ্যুৎ ও উপযোগী জমির ব্যবস্থা করতে হবে। তবে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উপর। দেশে এখন হরতাল বা অবরোধ না থাকলেও ব্যবসায়ীদের মধ্যে এক ধরণের আতঙ্ক বিরাজ করছে। দেশী উদ্যোক্তারা যে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা তারা এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। এছাড়াও বাংলাদেশী পণ্যের বাজার ও ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য কার্যকর ভূমিকা রাখা বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী মিশনগুলোর অন্যতম দায়িত্ব। কিন্তু মিশনগুলো ব্যবসা সম্প্রসারণে আশানুরূপ ভূমিকা রাখতে পারছে না। দেশের বেসরকারি খাত এসব মিশনের মাধ্যমে তেমন কোনো উপকারও পাচ্ছে না। রপ্তানী বাড়াতে বাজার সম্প্রসারণ ও পণ্য বহুমূখীকরণের উদ্যোগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশী দূতাবাস এবং বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী দূতাবাসগুলোকে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। ইতোমধ্যে ২০১৪ সালে প্রায় ২৫টি বাংলাদেশী দূতাবাস রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ব্যর্থ হয়েছিল।

এ সকল বিষয়গুলো বিবেচনা করে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) আগামী ৩০শে মে ২০১৫ ইং তারিখে ঢাকার **আর্মি গলফ ক্লাবের পাম ভিউ রেষ্টুরেন্ট এবং গ্রীন পয়েন্ট ক্যাফেতে "Bangladesh 2030: Strategy for Growth-Industry Perspective"** শীর্ষক একটি **Breakfast Meeting** আয়োজন করার উদ্যোগ নিয়েছে। বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশী দূতাবাসগুলো উক্ত Breakfast Meeting এ অংশ গ্রহণ করবেন বলে আমরা আশা করছি। উক্ত Breakfast Meeting এ বাংলাদেশের ৭টি সম্ভাব্যময় **thrust sectors** এ বিনিয়োগের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

উক্ত Breakfast Meeting এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে আপনাকে সবিনয়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। প্রধান অতিথি হিসেবে আপনার সানুগ্রহ উপস্থিতি আমাদের অত্যন্ত সম্মানিত করবে এবং এ আয়োজনে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করবে। তাই আমাদের এ আমন্ত্রণে আপনার সদয় সম্মতি একান্তভাবে কামনা করছি।

**মাননীয় মন্ত্রী,**

বিভিন্ন পর্যায়ে বাজেট আলোচনায় আমরা অবগত হয়েছি যে, ৮৬ হাজার ২৩০ কোটি টাকার ঘাটতিসহ আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটের আয়তন প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকার উপর, রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে প্রায় ২ লক্ষ ৮ হাজার ৭৭০ কোটি টাকা, যেখানে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর আয়তন ধরা হয়েছে প্রায় ৯৭ হাজার কোটি টাকা, জিডিপি প্রবৃদ্ধির অধিষ্ঠ লক্ষ্যমাত্রা প্রায় ৭ শতাংশেরও বেশি প্রক্ষেপণ করে মূল্যস্ফীতি প্রায় ৬.২ শতাংশে রাখার আশা ব্যক্ত করা হয়েছে। এছাড়াও বাজেটে সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন-ভাতার জন্য অতিরিক্ত প্রায় ১৩ হাজার কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ থাকছে।

আমরা প্রত্যক্ষ করছি প্রতি বছর বাজেটের আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি সংশোধিত বাজেটের আকার হচ্ছে প্রায় ২ লক্ষ ৩৮ হাজার কোটি টাকা। সে হিসাবে আগামী বাজেটে ব্যয় বাড়ছে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা যা বিগত বাজেটের তুলনায় প্রায় ১৮ শতাংশ বেশি। ২০১৩-১৪ অর্থবছরের বাজেটের আকার ছিল ২ লক্ষ ২২ হাজার ৪৯১ কোটি টাকা, সে হিসাবে বর্তমান ২০১৪-১৫

অর্থবছরে বাজেটের আকার বেড়েছে ১২ শতাংশ। অন্য বছরগুলোর মধ্যে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ১৮ শতাংশ এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে ২৩ দশমিক ৭৭ শতাংশ বাজেটের আকার বাড়ানো হয়েছিল। এই বৃদ্ধি অবশ্যই জাতীয় সমৃদ্ধির সূচক।

**মাননীয় মন্ত্রী,**

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, বিগত দিনগুলোর রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে অর্থনীতিতে ধংসাত্মক প্রভাব ব্যবসায়ী সমাজকে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এছাড়াও চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে মার্চ পর্যন্ত নয় মাসে রাজস্ব আদায়ে ঘাটতি হয়েছে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকা। আগামী বাজেটের আওতায় এই ক্ষতি যাতে কিছুটা হলেও পূরণ যায় সে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করছি। যদিও বর্তমানে ব্যাংকগুলোতে অতিরিক্ত অর্থ মজুদ আছে কিন্তু তার পরেও Confidence এর অভাব এবং Infrastructure Bottlenecks এর কারণে নতুন কোন বিনিয়োগ হচ্ছে না। তাছাড়াও অতিরিক্ত সুদ এবং পাশাপাশি Cost of Doing Business দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এছাড়াও ঘাটতি বাজেটের বেশির ভাগই পূরণ করা হবে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে। এই ঘাটতি পূরণ করতে সীমিত আকারে ঋণ নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

একইভাবে আমরা দেখেছি এডিপিতে বৈদেশিক সহায়তার লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩৪ হাজার ৫০০ কোটি টাকা কিন্তু বিশ্বব্যাংক মনে করছে আসন্ন ২০১৫-১৬ জাতীয় বাজেট প্রণয়নে বাংলাদেশের কোন বিদেশি আর্থিক সহায়তা লাগবেনা। তাই আসন্ন বাজেটে বাংলাদেশকে দেওয়া বিশ্বব্যাংকের নিয়মিত অর্থ সহায়তার বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এজন্য প্রস্তাবিত বাজেটের অভ্যন্তরীণ সম্পদের যোগান নিশ্চিত করতে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির প্রয়োজন হবে। আমরা ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এ ব্যাপারে কিছুটা হলেও উদ্বিগ্ন।

**মাননীয় মন্ত্রী,**

আমি এখন ব্যবসা-বাণিজ্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)-এর পক্ষ হতে কতিপয় বিষয় আপনার সদয় বিবেচনার জন্য তুলে ধরছি ঃ

১. **কালো টাকার উৎস বন্ধ ঃ** এ বছর থেকে সরকার বৈধভাবে অর্জিত অঘোষিত টাকা সাদা করার স্কীম বন্ধ করার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, এজন্য আমরা সাধুবাদ জানাই। আমরা মনে করি স্কীম বন্ধ করলেই হবে না সাথে সাথে অঘোষিত টাকার উৎস বন্ধ করতে হবে। এজন্য ডিসিসিআই সব ধরনের সহযোগিতা প্রদানে প্রস্তুত। আগামী বাজেটে নির্ধারিত করের অতিরিক্ত ১০ শতাংশ জরিমানা দিয়ে বৈধ ভাবে অর্জিত অঘোষিত টাকা বৈধ করার যে সুযোগ প্রদান করা হচ্ছে তা যেন শুধুমাত্র উৎপাদনশীল খাতেই ব্যবহার করা হয় সেদিকে সরকারকে লক্ষ্য রাখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি।

২. **Tax Card ঃ ঢাকা চেম্বারের প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড করদাতাদের সম্মানার্থে সীমিতভাবে হলেও** Tax Card **প্রদান শুরু করেছে। ঢাকা চেম্বার আশা করে শুধুমাত্র VIP-দের ট্যাক্স কার্ড প্রদান না করে সকল করদাতার জন্য** Tax Card **প্রদান করতে হবে যাতে করদাতাগণ কর প্রদানের জন্য গর্ব বোধ করতে পারেন।** Tax Card প্রাপ্ত ব্যক্তি তার স্ত্রী/স্বামী, ছেলে-মেয়েরা চিকিৎসার জন্য সরকারি হাসপাতালে কেবিন সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদানে বিবেচনা করা যেতে পারে। এ ছাড়া তারা বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান এবং পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন

কর্তৃক আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনায় আমন্ত্রিত হবেন এবং অন্যান্য সুবিধা যেমন-স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্তান ভর্তি, হোটেল বুকিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে যাতে সবাই কর প্রদানে উৎসাহিত হয়।

৩. **কর প্রদানে বিশেষ ছাড় প্রদান ঃ** বিগত কয়েক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা রাজনৈতিক অচলাবস্থার কারণে ব্যবসায়ীরা আশানুরূপ ব্যবসা করতে পারেনি। এতে করে সঠিক সময়ে ব্যাংক ঋণ পরিশোধ করা কঠিন হয়ে দাড়িয়েছে। এমতাবস্থায় এসকল ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের কর প্রদানে বিশেষ ছাড় প্রদান করতে হবে। এতে ব্যবসায়ীরা কিছুটা হলেও ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সক্ষম হবে। এক্ষেত্রে বিশেষ করে Fixed VAT প্রদানকারী ব্যবসায়ীদের ন্যূনতম ৫০% মওকুফের আহবান জানাচ্ছি।

৪. **করদাতার আওতা বৃদ্ধি ঃ** এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে সরকারের রাজস্ব আয়ের ক্ষেত্রে দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ৫ শতাংশ লোককে এই বোঝা বহন করতে হয়। যার একটি বড় অংশ হলো ব্যবসায়ী। করের হার বৃদ্ধির মাধ্যমে বেশি রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত হতে পারবে না এবং রাজস্ব আয়ও বাড়বে না। বরং তা নতুন ব্যবসায়ীদের কর প্রদানে নিরুৎসাহিত করবে। এটা হতাশাজনক যে, **১৬ কোটি জনসংখ্যার এ দেশে মাত্র ১৮ লক্ষ লোকের আয়কর সনদ থাকলেও চলতি করবর্ষে তিন দফা সময় বাড়ানোর পরও প্রায় ১০ লক্ষ ২৬ হাজার ৯১৩টি ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতা তাদের রিটার্ন বা আয়কর বিবরণী জমা দিয়েছেন।**

**রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনে কেবল মাত্র যুক্তিসঙ্গত ভাবে কর হার বৃদ্ধি করা হলেও সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে করদাতার আওতা বৃদ্ধি করার জন্য জোরালো সুপারিশ করছি। কারণ, কর হার বৃদ্ধি করতে করতে এক পর্যায়ে আর বাড়ানো সম্ভব হবে না। তাই করদাতার আওতা বৃদ্ধি করা ছাড়া রাজস্ব আয় বৃদ্ধির আর কোন বিকল্প নেই।**

৫. **Port Charges, Demurrage & Penalties মওকুফ ঃ** বাংলাদেশ একটি আমদানি নির্ভর দেশ হওয়ার কারণে, বিগত রাজনৈতিক সহিংসতার কারণে বিভিন্ন বন্দর থেকে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পণ্য খালাস না হওয়ার ফলে **ব্যবসায়ীদেরকে অতিরিক্ত বিভিন্ন Port Charges, Demurrage & Penalties বহন করতে হয়েছে। তাই বর্তমান রাজনৈতিক কারণে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ী ও শিল্প উদ্যোক্তাদের ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য সকল ধরনের Port Charges, Demurrage & Penalties এ ন্যূনতম ৫০% মওকুফের আহবান জানাচ্ছি।**

৬. **চেম্বার ও ট্রেড বডির উপর কর প্রত্যাহার ঃ** আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, দেশের চেম্বার সমূহ মূলত অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, বিধায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহ আয় ও লাভের পরিমাণ অত্যন্ত কম। চেম্বারগুলো তাদের আয়ের একটি বড় অংশ ব্যবসায়ীদের সাহায্যার্থে গবেষণা, প্রকাশনা প্রভৃতি খাতে ব্যয় করে থাকে। কিন্তু **বর্তমানে চেম্বার এবং ট্রেড বডিসমূহের সুদ বা মুনাফা আয় এবং ব্যবসা আয় এর উপর কর আরোপ করা হয়েছে** (এস.আর.ও. নং ২১৬-আইন-আয়কর/২০১২, তারিখ ঃ ২৭-০৬-২০১২ ইং)। **এ ধরনের করারোপের ফলে বেসরকারি খাত কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সার্বিকভাবে বাঁধাগ্রস্ত হচ্ছে।** চেম্বারের সকল ধরনের আয়কে পূর্বের ন্যায় কর মুক্ত ঘোষণা করার জন্য সুপারিশ করছি এবং এ লক্ষ্যে চেম্বারকে TIN (Tax Identification Number) এর আওতার বাইরে রাখার আহবান জানাচ্ছি।

৭. **Automobile এবং Automotive শিল্প ঃ আমদানি নির্ভর প্রায় ১০ হাজার কোটি টাকার** (Next Billion Industry) **Automotive শিল্পের উন্নয়নের জন্য এ শিল্পকে Import Substitute Industry হিসেবে উৎসাহিত করতে হবে।** আর এমন হলে দেশ আমদানি বিকল্প গাড়ি উৎপাদনের পাশাপাশি মটর পার্টস রপ্তানিতেও সক্ষম হবে। শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধিনে D-8 সভার আলোচনা সাপেক্ষে অটোমোবাইল শিল্পের জন্য যে Policy Guideline এবং Roadmap গ্রহণ করা হয়েছিল তা বাস্তবায়ন করতে হবে। দেশের উন্নয়নে যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত উন্নয়নের জন্য যানবাহন প্রয়োজন যা বিদেশ হতে আমদানি করা হয়। বর্তমানে যানবাহন assembling factory-তে Tax Holiday প্রদান করা হয় না। তাই উক্ত সেক্টরে assembling factory গুলোকে Tax Holiday এর আওতায় আনার প্রস্তাব করছি। আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর 46 B (R) এ বিষয় কিছু উল্লেখ করা থাকলেও তা পর্যাপ্ত নয়। অটোমোটিভ শিল্পকে জাহাজ শিল্পের ন্যায় একটি আলাদা শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং এ শিল্পের বিকাশের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে। এ শিল্পে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের জন্য বিনিয়োগ বান্ধব নীতিমালা ও কর রেয়াতের সুবিধার বিষয়টি বিবেচনা করার প্রস্তাব করছি।

৮. **Import Substitute Industry কে সুরক্ষা ঃ যে সকল Finished goods বাংলাদেশে উৎপাদিত হচ্ছে সে সকল Finished goods আমদানির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত ডিউটি বা ট্যাক্স আরোপ করে দেশীয় শিল্পকে সুরক্ষিত করার প্রস্তাব করছি।** সেই সাথে শিল্পের কাঁচামাল আমদানির উপর যাতে কোনক্রমেই চূড়ান্ত পণ্যের ন্যায় Duty বা Tax আরোপ করা না হয়, সে ব্যাপারে আরো যত্নশীল হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

৯. **আয়কর আইন ১৯৮৪ ও বিধি সংক্রান্ত প্রস্তাবঃ**

৯.১ ধারা ১৬ সিসিসি অনুসারে কোম্পানি শ্রেণীর করদাতার ২০১৪-২০১৫ করবর্ষে ০.৩০ শতাংশ হারে সর্বনিম্ন আরোপের বিধান করা হয়েছে। কোম্পানির মোট প্রাপ্তির উপর ভিত্তি করে এ সর্বনিম্ন কর আরোপ করা হয়। উক্ত করবর্ষে লাভ লোকসান নির্বিশেষে এ করের পরিমাণ সংশ্লিষ্ট করবর্ষে মোট প্রাপ্তির ০.৩০ শতাংশের কম হবে না। যা আয়কর আইনের পরিপন্থি। আয়কর আইন অনুসারে আয়ের উপর আয়কর পরিশোধ করতে হয়। তাই ১৬ সিসিসি বিলোপ করার জন্য অনুরোধ করছি।

৯.২ ধারা ৩০ (এম) এর অধীনে ব্যাংক বহির্ভূত চ্যানেলের মাধ্যমে লেনদেন ৫০ হাজার টাকার পরিবর্তে ১ লক্ষ টাকা করার প্রস্তাব করছি। এতে ক্ষুদ্র লেনদেন বৃদ্ধি পাবে।

৯.৩ ৫২এএ ধারা অনুযায়ী "অন্যান্য সেবার" ক্ষেত্রে উৎসে কর কতর্নের হার ১০%। উৎসে কর কর্তনের যে বিধান বর্তমানে চালু আছে তা করদাতা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিরাট বোঝা স্বরুপ। তাই "অন্যান্য সেবার" ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার কমিয়ে ৭.৫% করার প্রস্তাব করছি ।

৯.৪ sub-section (2) এর section 53H এ "Financial Institution" এর যে সংজ্ঞা আছে তা Financial Institutions Act, 1993 (Act No. 27 of 1993) এ "Financial Institution" এর সংজ্ঞার সাথে মিলিয়ে রাখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

৯.৫ Non-Banking Financial Institution (NBFI) সমূহ বাণিজ্যিক ব্যাংকের ন্যায় বাংলাদেশ ব্যাংক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। তাই **কর আরোপের ক্ষেত্রে উভয় ক্ষেত্রে একই নিয়ম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।** যেহেতু ধারা ২৮ (৩) এ NBFI এর কথা উল্লেখ নেই, তাই কর কর্তৃপক্ষ শুধু বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে এই ক্ষেত্রে সুবিধা দিয়ে থাকে। তাই **অনাদায়ী ও সন্দেহজনক ঋণের সুদের উপর কর আরোপের ক্ষেত্রে আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এর ধারা ২৮ (৩) এ বাণিজ্যিক ব্যাংকের পাশাপাশি Non-Banking Financial Institution (NBFI) কে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।**

৯.৬ VAT Act এ যেভাবে Export এর সংজ্ঞা দেয়া আছে, আয়কর অধ্যাদেশ ১৯৮৪ এ সেভাবে Export এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাসহ সংজ্ঞা করার প্রস্তাব করছি।

৯.৭ ব্যবসা বাণিজ্যের অনিবার্য অনুষঙ্গ হচ্ছে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক। আমরা ব্যবসায়ী হিসাবে মনে করি ব্যবসায়ীদের জন্য নতুন ভ্যাট আইন সহ সকল আইন ব্যবসাবান্ধব, অসঙ্গতি ও জটিলতা কাটিয়ে সহজীকরণ করতে হবে। **নতুন আইনে মূল্য সংযোজন কর (মূসক বা ভ্যাট) ১৫ শতাংশ নির্ধারণ না করে ৭.৫ শতাংশ করার জন্য প্রস্তাব করছি এবং একই সাথে সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে করদাতার আওতা বৃদ্ধি করার জন্য জোরালো সুপারিশ করছি।**

৯.৮ মূসক আইনে বিদ্যমান মূল্য ঘোষণা এবং মূসক দপ্তর কর্তৃক তা অনুমোদনের বিধান সম্পূর্ণ প্রত্যাহার ও রহিত করার প্রস্তাব করছি। যে মূল্যে পণ্য বিক্রয় করা হবে তার উপরেই মূসক প্রদান করতে হবে এই বিধান প্রয়োগ করার আহবান জানাচ্ছি। মূসকসহ যে কোন কর ব্যবসার উপজাত। কর দেয়ার উদ্দেশ্যে ব্যবসা করা হয় না। ব্যবসা করা হলে মূসক প্রযোজ্য হয়। সুতরাং ব্যবসাকে তার নিজস্ব পথে চলতে দিয়ে কর আদায় করা সমীচিন। কর কর্তৃপক্ষ যদি পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেয় এবং সেই মূল্য রেশন শপের মত শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অনুসরণ করতে হয় তাহলে মূসক হয়ত থাকবে কিন্তু কোন ব্যবসা থাকতে পারবে না।

৯.৯ পাট রপ্তানি খাতে গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিলের উপর duty draw back দেয়ার বিধান থাকলেও বর্তমানে DEDO Office কার্যক্রমটি স্থগিত করে রেখেছে। পাট রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্যাংক থেকে সাধারণত Secondary Buyer এর উপর PRC ইস্যু করায় DEDO Office, duty draw back কার্যক্রম বন্ধ করে রেখেছে, যা আইনের পরিপন্থী। তাই DEDO Office এর হয়রানি এবং জটিলতা দূর করে কার্যক্রমটি পুনরায় চালু করার প্রস্তাব করছি।

## ১০. আয়কর সংক্রান্ত প্রস্তাবঃ

১০.১ **ব্যক্তি শ্রেণীর কর ঃ** বর্তমানে জীবন যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি ও ব্যাপক মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ মেটানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য ব্যক্তি শ্রেণীর করদাতার কর মুক্ত আয়ের সীমা সর্বোচ্চ ২,২০,০০০/- (দুই লক্ষ বিশ হাজার) টাকা হতে বাড়িয়ে ২,৭৫,০০০/- (দুই লক্ষ, পঁচাত্তর হাজার) টাকা, মহিলা করদাতা ও বয়স্ক নাগরিক (৬০ বৎসর) কর দাতার ক্ষেত্রে কর মুক্ত আয়ের সীমা ২,৭৫,০০০/- (দুই লক্ষ পঁচাত্তর হাজার) টাকা থেকে বাড়িয়ে

৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা এবং প্রতিবন্ধি করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ৩,৫০,০০০/- (তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪,০০,০০০/- (চার লক্ষ) টাকা করার প্রস্তাব করছি। বয়স্ক নাগরিকগণের কর রেয়াত সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে তাঁদের বয়স ৬৫ বৎসর থেকে কমিয়ে ৬০ বৎসর করার প্রস্তাব করছি।

১০.২ করমুক্ত সীমার উর্ধ্বের আয়ের ক্ষেত্রে প্রদেয় ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ এলাকা ভেদে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে যে হারে ছিল ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরেও তা নির্ধারিত রাখার প্রস্তাব করছি।

১০.৩ ২০১৫-২০১৬ অর্থবৎসরে নীট সম্পদের পরিমাণ ২ কোটি টাকার স্থলে ৪ (চার) কোটি টাকা পর্যন্ত সার চার্জের হার শূন্য করার প্রস্তাব করছি। যেহেতু প্রত্যেক করদাতা কর পরিশোধ করেই এই সম্পদের মালিক হয়েছেন সেহেতু ঐ সম্পদের উপর পুনরায় সারচার্জ আরোপ করাটা অযৌক্তিক।

১০.৪ আমদানি পর্যায়ে Advance Income Tax (AIT) হার ৫% হতে হ্রাস করে ৩% করা অথবা ৫% কে চূড়ান্ত দায় হিসেবে বিবেচনা করার প্রস্তাব করছি।

১০.৫ Engineering , Procurement and Construction (EPC) এর ক্ষেত্রে 5% Cash incentive করার প্রস্তাব করছি। এর ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় হবে, Backward Linkage Company এর প্রসার ঘটবে, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাবে।

১০.৬ Foreign capital gain tax rate বর্তমান ১০% থেকে ৫% হারে চূড়ান্ত করার প্রস্তাব করছি। Free Float for Multi National Company (MNC) এর ক্ষেত্রে বর্তমানে কোন সুবিধা প্রদান করা হয় না। যদি কোন MNC নূন্যতম ৩০% অথবা অর্ধেক এর বেশি শেয়ার বাজারে Float করে থাকে তবে তাকে ৫% TAX ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব করছি।

১০.৭ Merchant Bank এর ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার ৩৭.৫% থেকে হ্রাস করে অন্যান্য লিমিটেড কোম্পানির ন্যায় ৩৫% করার অনুরোধ করছি । Listed Companies এর ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার ২৭.৫% থেকে হ্রাস করে ২৫% এবং brokerage operations এর ক্ষেত্রে কর্পোরেট করের হার ৩৫% থেকে হ্রাস করে ৩০% করার অনুরোধ করছি।

১০.৮ Dhaka Stock Exchange (DSE) এর লেনদেন গত পাঁচ বছরে ৭০% হ্রাস পেলেও Turnover এর উপর Advance Income Tax (AIT) তে কোন পরিবর্তন আনা হয়নি। আমরা Turnover এর উপর AIT বর্তমান .০০০৫ থেকে .০০০২৫ এ পরিবর্তন করার আবেদন করছি। এর ফলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে।

১০.৯ Corporate Social Responsibility ঃ সামাজিক দায়বদ্ধতা বা Corporate social Responsibility (CSR) তে ব্যয়কৃত অর্থ সম্পূর্ণ আয়করমুক্ত করতে হবে। CSR এর জন্য আলাদা একটি অনুমোদিত খাত রাখার প্রস্তাব করছি।

১০.১০ বর্তমান সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচি বাস্তবায়নে বেসরকারি Software Park এর ক্ষেত্রে ২০ বছরের জন্য Tax Holiday এবং rental এর ক্ষেত্রে VAT free করার প্রস্তাব করছি।

## ১১. Import duty ও Supplementary duties সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবঃ

১১.১ দেশের অভ্যন্তরীণ শিল্প পণ্যসমূহের সুরক্ষার জন্য কয়েক বৎসর-ভিত্তিক পর্যালোচনাপূর্বক সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা যেতে পারে। স্থানীয় শিল্পের সংরক্ষণ এবং আমদানি বিকল্প শিল্প গড়ে তোলা এবং সম্প্রসারণের লক্ষ্যে তৈরী পণ্যের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শুল্ক হার আরোপের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় হারে সম্পূরক শুল্ক আরোপ/বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি।

১১.২ শুল্ক কাঠামোতে ঘন ঘন পরিবর্তন আনয়নের ফলে দেশের শিল্পায়নের সাবলীল উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি হয় এবং আমদানিকারক এবং ভোক্তা শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকেন। বাজেট ঘোষণার পর অর্থ বৎসরের মধ্যবর্তী সময়ে এসআরও জারীকরণের মাধ্যমে শুল্ক করের হার হ্রাস/বৃদ্ধিকরণ যথাসম্ভব পরিহার করার প্রস্তাব করছি।

১১.৩ ব্যবসায়ী ও উৎপাদক বিশেষতঃ আমদানিকারক ও একই পণ্যের স্থানীয় উৎপাদকগণের স্বার্থ বিপরীতমূখী। এমনকি যেখানে এক শিল্পের কাঁচামাল অপর শিল্পের উৎপাদিত পণ্য। এদের স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে করহার নির্ধারণের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিনিধি নিয়ে একটি জাতীয় পর্যায়ের কমিটি করার প্রস্তাব রাখছি। এর মাধ্যমে উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। উদাহরণ হিসেবে Liquid Glucose, Urea Liquid Resins, Carbon Rods, Poultry Breeder Machines, Particle Board, Boiler, Transformer ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১১.৪ আন্তর্জাতিক দরপত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে দেশী ও বিদেশী উদ্যোক্তা/বিনিয়োগকারীদের মধ্যে কর সমতা বিধান করতে হবে। উল্লেখ্য যে পাঠ্যপুস্তক ছাপাতে আন্তর্জাতিক দরপত্রে অংশ নেওয়া বিদেশী মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানের আমদানি শুল্ক সরকার পরিশোধ করায় দেশের মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানগুলো মূল্য প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে এবং এতে দেশীয় মুদ্রণ শিল্পগুলো একধরনের করবৈষম্যে পড়েছে। এই ধরনের সকল করবৈষম্য দূর করে সকল ক্ষেত্রে কর সমতা বিধান করার প্রস্তাব করছি।

১১.৫ **HS Code** সুনির্দিষ্টকরণ ঃ Software ও ITES এর জন্য নির্ধারিত HS Code সুনির্দিষ্ট না থাকায় প্রায়শই সঠিকভাবে এ কোড উল্লেখ করা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় Software ও ITES এর জন্য HS Code সুনির্দিষ্টকরণের প্রস্তাব করছি। শ্রেণী বিন্যাসের বৈষম্যের কারণে একই প্রকৃতির পণ্য আমদানিতে ৫ গুণ বেশি শুল্ক পরিশোধ করতে হচ্ছে। এটি IT অবকাঠামো গঠনের পথে অন্তরায়। এর ফলে Digital Class Room, Lab, ই-সেবা কেন্দ্র, Data Center গড়ে তোলা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারের নেয়া উদ্যোগ বাস্তবায়নে বিলম্বিত হবে।

১১.৬ নিম্নে উল্লেখিত পণ্যগুলোর উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সত্বেও মুলত Under Invoicing এর কারণে দেশীয় উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। পাশাপাশি সরকার মূল্যবান রাজস্ব হারাচ্ছে ও অবৈধ পথে বিদেশে অর্থ পাচার হচ্ছে।

এমতাবস্থায়, এই সকল পণ্যের Under Invoicing রোধকল্পে Assessment এর ক্ষেত্রে নিম্নরুপভাবে কাস্টম্স ডিউটি, রেগুলেটরী ডিউটি এবং সাপ্লিমেন্টারী ডিউটি আরোপের জোর সুপারিশ করছি।

বর্তমান এবং প্রস্তাবিত শুল্ক ও আরডির হার ঃ

| Sl. No. | পণ্যের নাম / এইচ.এস কোড | বিদ্যমান শুল্ক হার | | | প্রস্তাবিত শুল্ক হার | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CD | RD | SD | CD | RD | SD |
| 01. | TEFLON THREAD TAPE/PTFE TAPE 3926.90.72 | 25% | 5% | 0% | 25% | 25% | 25% |
| 02. | OTHER TAPS AND COCK 8481.80.99 | 2% | 0% | 0% | 25% | 5% | 25% |
| 03. | MAGIC PIPE 3917.39.90 | 25% | 5% | 0% | 25% | 25% | 25% |
| 04. | G.I. PIPE FITTINGS 7307.99.00 | 25% | 5% | 0% | 25% | 25% | 25% |

১১.৭ গবাদি পশু ও হাস মুরগির খামার তৈরীতে ব্যবহৃত সিমেন্ট শীট প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আনুপাতিক খরচ কমানোর লক্ষ্যে আমদানিকৃত কাঁচামাল Chrysotile Fiber (white) এর উপর শুল্ক করাদির হার কমানো ও উৎপাদনের পর Finished Goods সরবরাহের ক্ষেত্রে ইহা মূসক/ভ্যাটের আওতামুক্ত রাখার আহবান জানাচ্ছি। স্থানীয় গবাদি পশু ও হাঁস মুরগির খামার তথা শিল্প সম্প্রসারণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ শুল্ক করাদির হার হ্রাস করার এবং বিক্রয় পর্যায়ে মূসকমুক্ত রাখার প্রস্তাব পেশ করা হল ঃ

| পণ্যের নাম | এইচ.এস কোড | বিদ্যমান শুল্ক হার | | | | প্রস্তাবিত শুল্ক হার | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CD | RD | SD | VAT | CD | RD | SD | VAT |
| Chrysotile Fiber | 2524.90.10 | 10% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% |

## ১২. মূসক সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব

১২.১ পাইকারী ও খুচরা ভ্যাট প্যাকেজ ভিত্তি ২০১৪-২০১৫ অর্থ বৎসরের ন্যায় (১১,০০০, ৮,০০০, ৬,০০০, ৩,০০০) শ্রেনী বিন্যাস করে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বৎসরের যথাক্রমে ১৪,০০০, ১০,০০০, ৭,২০০, ৩,৬০০ টাকা নির্ধারন করার প্রস্তাব করছি।

১২.২ একটি শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একটি করবর্ষের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একবারই নিরীক্ষা করার প্রস্তাব করছি । বর্তমানে সরকারী নিরীক্ষা সংস্থা স্থানীয় ও রাজস্ব হিসাব নিরীক্ষা দপ্তর, মূসক গোয়েন্দা ও নিরীক্ষা দপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট মূসক কমিশনারেটের নিরীক্ষা দল পৃথক ভাবে একাধিক বার শিল্প সমূহের মূসক সংশ্লিষ্ট হিসাব নিরীক্ষা করে। প্রস্তাবিত ব্যবস্থা গৃহীত হলে নিরীক্ষা আপত্তি নামে হয়রানি কমবে, এ সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা কমবে এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের অহেতুক হয়রানি হ্রাস পাবে।

১২.৩ ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর ১৫% মূসক ধার্য থাকায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের যে মূল্য পরিশোধ করতে হয় তা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। বর্তমান সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচি বাস্তবায়নে দেশে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে ইন্টারনেট সুবিধা নিশ্চিত করতে ইন্টারনেট ব্যবহারের ওপর থেকে বর্তমানে নির্ধারিত ১৫% ভ্যাট প্রত্যাহার করার জন্য প্রস্তাব করছি।

১২.৪ **Nil VAT Return** ঃ আমদানিকারকদের আমদানি সনদ থাকা সত্ত্বেও কোন কারণে আমদানি না করলেও তাদের প্রতি মাসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে Nil VAT Return জমা দেয়ার বিধান বিদ্যমান রয়েছে। এমতাবস্থায় যাদের আমদানি সনদ আছে কিন্তু প্রতি মাসে আমদানি করেন না তাদের প্রতি মাসে Nil VAT Return জমা দেয়ার পরিবর্তে বছরে সর্বোচ্চ এক বার Nil VAT Return জমা দেয়ার বিধান চালু করার জন্য সরকারের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি। এতে করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আর্থিক কোন ক্ষতি হবে না বরং ব্যবসায়ীরা অহেতুক হয়রানির হাত থেকে রেহাই পাবেন এবং কর প্রদানে আরো উৎসাহিত হবেন।

## ১৩.বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব

১৩.১ **যোগাযোগ এবং যানবাহন ঃ** ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। যানজট, মহাসড়কের চার লেনে উন্নীতকরণের কাজ, সড়ক দুর্ঘটনা নিরসনে সরকারের পক্ষ থেকে দৃশ্যমান নানামূখী উদ্যোগ নেয়া হলেও এর অনেকগুলোই কার্যকর হচ্ছে না। সারাদেশে যানজটের ফলে হাজার হাজার মূল্যবান কর্মঘন্টা নষ্ট হচ্ছে যার প্রভাব আমাদের অর্থনীতির উপর পড়ছে। সম্প্রতি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ (আইইবি) পুরকৌশল বিভাগের গবেষণায় দেখা যায় যে, রাজধানীতে যানজটের কারণে বছরে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ২৭ হাজার কোটি টাকার বেশি। প্রতিদিন ৩২ লাখ ঘণ্টা বাণিজ্যিক সময় (বিজনেস আওয়ার) এবং বছরে প্রায় ১১ হাজার ৮৯৫ কোটি টাকার জ্বালানি নষ্ট হচ্ছে। ট্রেনের প্রতিটি ক্রসিংয়ে পাঁচ মিনিট করে সময় ব্যয় হলে মোট সময় নষ্ট হচ্ছে প্রায় ছয় ঘণ্টা। বাজেটে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সর্বাধিক প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে বলে সরকারকে আমরা সাধুবাদ জানাই।

১৩.২ **মহিলা বাস সার্ভিস ঃ** ঢাকা মহানগরীতে চলাচলকারী বাস যাত্রীদের উল্লেখযোগ্য অংশ নারী। প্রতিদিন তাদের বিভিন্ন রকমের সমস্যা, হয়রানি ও নিগ্রহের সম্মুখীন হতে হয় বাসে যাতায়াত করার ক্ষেত্রে। যদিও বিআরটিএর নিয়ম অনুযায়ী বাসে প্রথম সারির ৯টি সিট নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সংরক্ষিত, তবে তা যথেষ্ট নয়। বিআরটিসি ঢাকা মহানগরে মহিলা বাস সার্ভিস হিসেবে যে ১০টি সার্ভিস নারী যাত্রীদের জন্য ব্যবস্থা করেছে, সেটিও যথেষ্ট নয়। নারী যাত্রীর নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে এই বাস সার্ভিসের সংখ্যা আরও বাড়ানো উচিত। বর্তমানে সংগঠিত বিভিন্ন হয়রানি ও নারী নির্যাতনের কথা চিন্তা করে আগামী বাজেটে নারীদের জন্য নিরাপদ বাস সার্ভিসে নতুন ও অধিক সংখ্যক মহিলা বাস সার্ভিস অন্তর্ভূক্ত করার এর জন্য প্রস্তাব করছি।

১৩.৩ **শহরায়ন বিকেন্দ্রীকরণ ঃ** মানুষের জীবনযাত্রায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধার সন্নিবেশ ঘটাতে বাড়ছে শহরায়ন। অপরিকল্পিত শহরায়ন প্রক্রিয়ার ফলে পরিবেশের পাশাপাশি সমাজের নানা ক্ষেত্রে তৈরি হচ্ছে নানা সমস্যা ও হুমকি। **শহরায়নের ফলে পরিবেশ দূষন কমাতে শহরায়ন গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিতে হবে এতে একদিকে দেশের উন্নয়ন হবে এবং অন্যদিকে শহরের ওপর জনসংখ্যার চাপ কমে আসবে এবং পরিবেশ দূষন কম হবে।** বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)-তে এর জন্য আলাদা টাকা বরাদ্ধের জন্য প্রস্তাব করা হচ্ছে।

১৩.৪ নানা ধরণের দূষণে ঢাকা মহানগরীর পরিবেশ আজ সংকটাপন্ন। **Mercer's 2015 Quality of Living survey অনুযায়ি বিশ্বে বসবাস অযোগ্য নগরীর তালিকায় দ্বিতীয় এবং Economist Intelligence Unit's Global Liveability Index অনুযায়ী প্রথম স্থানে রয়েছে আমাদের মহানগরী ঢাকা।** রাজধানীর পরিবেশ সংরক্ষণে যতটুকু উদ্যোগ বিভিন্ন সময় নেয়া হয়েছে তাও সময়মতো এবং যথার্থভাবে বাস্তবায়ন হয়নি। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জন মনিটর করার জন্য প্রয়োজনীয় ডাটাবেজ তৈরি হয়নি। Air Quality প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহীত পদক্ষেপগুলোর কোনো দৃশ্যমান ফলাফলও দেখা যায়নি। **জলাবদ্ধতা নিষ্কাশনে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ, শহরে পরিকল্পিত বনায়ন, বায়ুদূষণ রোধে পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণসহ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য অর্জন মনিটর করার জন্য প্রয়োজনীয় ডাটাবেজ তৈরি করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।**

১৩.৫ **Effluent Treatment Plant (ETP) ঃ** প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকে কুমিল্লা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) **Central Effluent Treatment Plant (CETP)** উদ্বোধন করায় আমরা এর সাধুবাদ জানাচ্ছি। **প্রতিটি শিল্প-কারখানার জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা Effluent Treatment Plant (ETP) স্থাপন না করে, Cluster করে প্রতিটি শিল্প অঞ্চলের জন্য সরকারি সহায়তায় একটি Central Effluent Treatment Plant (CETP) স্থাপন করা প্রয়োজন।** এক্ষেত্রে সকল কারখানা গুলো থেকে utility bill হিসাবে charge করা যেতে পারে, এতে সরকারের রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে। **ETP অথবা CETP বাস্তবায়নে সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের [PPP] মাধ্যমে উদ্যোগ নিতে হবে।**

১৩.৬ **নদী ও নিষ্কাশন খালগুলো পুনরুদ্ধার ঃ ঢাকার আশপাশের নদীগুলোর দূষণ দিন দিন বেড়েই চলছে।** বিশেষ করে তুরাগ,বুড়িগঙ্গা এবং শীতলক্ষ্যার পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ, যা জনস্বাস্থ্যের জন্য যেমন হুমকিস্বরূপ, একই সঙ্গে পানি ও ভূমি দূষণের ফলে জলজপ্রাণী ও সমগ্র এলাকার জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকিস্বরূপ হয়ে উঠছে। **এই নদী-খালগুলোকে দূষণ ও দখলমুক্ত করে খনন, পুনখননের মাধ্যমে নদীর ড্রাফট সংরক্ষনের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং নৌ পথ বাণিজ্যবভাবে পুনোরায় সচল করতে হবে।** এক্ষেত্রে **ঢাকার নদী ও নিষ্কাশন খালগুলো পুনরুদ্ধারে এবং দূষন রোধে পানি উন্নয়ন বোর্ডের মরফোলজি সার্কেল ব্যবহার করা যেতে পারে।** বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)-তে এর জন্য আলাদা টাকা বরাদ্ধের জন্য প্রস্তাব করা হচ্ছে।

১৩.৭ **আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সংগতি রেখে জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারন বা পূণঃনির্ধারণ করা প্রয়োজন। একই সাথে মানসম্মত জ্বালানী তেল আমদানীর উপর গুরুত্ব দিতে হবে যাতে কৃষিখাত ও ভোক্তা পর্যায়ে অতিরিক্ত জ্বালানী সাশ্রয় করার পাশাপাশি পরিবেশ দূষণের মাত্রা কমিয়ে আনা যায়।**

১৩.৮ **সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) প্রকল্প বাস্তবায়ন ঃ** দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবকাঠামো উন্নয়ন অন্যতম নিয়ামক হিসেবে কাজ করে থাকে। বিভিন্ন দেশে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) ভিত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়নের দিকটিকে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। সরকার পিপিপি প্রকল্পের গুরুত্ব অনুধাবন করে

বাংলাদেশের অবকাঠামো উন্নয়নে পিপিপি কনসেপ্ট প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বর্তমানে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (পিপিপি) আইনটি খসড়া আকারে রয়েছে। ডিসিসিআই আশা করে অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে খসড়া পিপিপি আইনটি দ্রুত প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন করা জরুরী। পিপিপি আইন কার্যকর না হওয়ায় বাজেটে 'পিপিপি' খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের সদ্ব্যবহার হচ্ছে না বলে আমরা মনে করি।

১৪. **বাংলাদেশ ব্রান্ডিং ঃ** বাংলাদেশের শ্রমিকরা এখনও 'সস্তা শ্রমিক' হিসেবেই পরিচিত। **দেশ এখন মধ্যম আয়ে উন্নীত হওয়ার পথে থাকলেও শ্রমিকদের সস্তা মূল্যকেই আমরা দুনিয়ার কাছে প্রচার করে যাচ্ছি।** এ দেশের উদ্যোক্তারা যেমন এই শ্রমিক ব্যবহার করে মুনাফা করছেন, তেমনি বিদেশি ক্রেতারাও মুনাফা করছেন। প্রবৃদ্ধির ক্রমবর্ধমান গতিধারা বজায় রাখতে হলে এখন আর শুধু সস্তা শ্রমের উপর নির্ভর করলে চলবে না বরং প্রয়োজন দক্ষ শ্রমশক্তি। এর প্রতিফলন না ঘটলে শিল্পায়ন বাধাগ্রস্ত হবে। তাই দেশের সঠিক ব্র্যান্ডিং এর স্বার্থে আমাদের বলা উচিত বাংলাদেশ এখন আর সস্তা শ্রমিকের দেশ নয় বরং **"দক্ষ, অর্ধ-দক্ষ এবং প্রতিযোগী শ্রমিক"** এর দেশ। আগামী বাজেটে দক্ষ শ্রমশক্তি উন্নয়নে বিশেষ বরাদ্দ রাখার পরিকল্পনাকে আমরা সাধুবাদ জানাই।

আজকের এ সভা অনুষ্ঠানে ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই) এর পরিচালনা পর্ষদকে সময় দানের জন্য আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং দেশে শিল্প-বাণিজ্য তথা অর্থনীতির উন্নয়নে ঢাকা চেম্বার এর পক্ষ হতে যে কোন প্রকার সহযোগিতার ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

আল্লাহ হাফেজ,

**হোসেন খালেদ**
**সভাপতি**
**ঢাকা চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ডিসিসিআই)।**

**তারিখ ঃ ২৫ই মে, ২০১৫ ইং**